প্রথম আলো

তারিখ 25 JUN 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় : বিভাগীয় প্রধানের পদত্যাগ

# দুই নারী শিক্ষকের সমস্যা সমাধানে ইউজিসির চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগের দুই নারী শিক্ষকের সমস্যা সমাধান করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গতকাল বুধবার এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়। ইউজিসির চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান গতকাল *প্রথম আলোকে* এ তথ্য জানান।

এদিকে নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. আহসানুল কবির বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, ক্লাস বন্টন হয়ে যাওয়ায় এই টার্মে ওই দুই শিক্ষককে একাডেমিক দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব নয়।

বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পদত্যাগকে অগ্রহণযোগ্য উল্লেখ করে উপাচার্য মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান বলেন, গতকালের মধ্যে ওই দুই শিক্ষককে একাডেমিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে তা কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলা হয়েছিল। বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পদত্যাগপত্রকে এর প্রতিবাদ হিসেবেই তিনি মনে করছেন। এ অবস্থায় বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বরং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় দেখছেন না তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, আইনি পদক্ষেপ বলতে প্রথমে কারণ দর্শানোর নোটিশ, এরপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বর্তমানে ঢাকায় অবস্থানরত উপাচার্য জানান, ইউজিসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। সেখানে ইউজিসির চেয়ারম্যান চিঠির বিষয়টি জানিয়েছেন।

এদিকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু গতকাল এক বিবৃতিতে দুই নারী শিক্ষকের প্রতি অমানবিক ও অসৌজন্যমূলক আচরণে ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন।

'এ কেমন আচরণ!' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন গত বুধবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়। এতে অভিযোগ করা হয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগের দুই নারী শিক্ষক শিমী রায় ও লোপা ইসলামের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করছেন বিভাগীয় প্রধানসহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক। প্রায় এক বছর ধরে তাঁদের একাডেমিক দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না, বিভাগে বসার জায়গাও দেওয়া হচ্ছে না। বিভাগে গেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সময় কাটান তাঁরা।